সততা

আশিস রাইচুর

শুধুমাত্র বিনামূল্যে বিতরণের জন্য
অল পিপালস্ চার্চ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড আউটরিচ, বেঙ্গালুরু, ভারতবর্ষ দ্বারা মুদ্রিত ও বণ্টিত।
বর্তমান সংস্করণ: 2024

যোগাযোগ করার জন্য ঠিকানা
All Peoples Church & World Outreach,
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

ফোন নম্বর: +91-80-25452617
ই-মেইল: bookrequest@apcwo.org
ওয়েবসাইট: apcwo.org

অন্যথায় নির্দেশিত না হলে, সমস্ত শাস্ত্রের উদ্ধৃতি বাংলা পুরাতন সংস্করণ, (BSI) বাইবেল থেকে নেওয়া হয়েছে। বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা কপিরাইট © 2016। অনুমতি দ্বারা ব্যবহৃত। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।

অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব
অল পিপলস চার্চের সদস্য, অংশীদার এবং বন্ধুদের আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে এই প্রকাশনার বিনামূল্যে বিতরণ সম্ভব হয়েছে। আপনি যদি এই বিনামূল্যের প্রকাশনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা আপনাকে অল পিপলস চার্চ থেকে বিনামূল্যে প্রকাশনা মুদ্রণ এবং বিতরণে সহায়তা করার জন্য আর্থিকভাবে অবদান রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি যদি জানতে চান যে কীভাবে আপনি এই অবদান করতে পারেন, তাহলে অনুগ্রহ করে **apcwo.org/give** ওয়েবসাইটে যান অথবা এই পুস্তকের পিছনে "অল পিপলস চার্চ-এর সাথে অংশীদারিত্ব করুন" পৃষ্ঠাটি দেখুন। ধন্যবাদ!

বিনামূল্যের সম্পদ এবং সম্পর্কিত ওয়েবসাইটগুলি
প্রচার: apcwo.org/sermons | **পুস্তক:** apcwo.org/books | **চার্চ অ্যাপ:** apcwo.org/app
বাইবেল কলেজ: apcbiblecollege.org | **ই-লার্নিং:** apcbiblecollege.org/elearn
পরামর্শ দান: chrysalislife.org | **সঙ্গীত:** apcmusic.org
পরিচর্যাকারীদের সহভাগীতা: pamfi.org | **APC ওয়ার্ল্ড মিশনস্:** apcworldmissions.org

(Bengali—Integrity)

সততা

সূচীপত্র

ভূমিকা

1. সততার বিষয়ে কিছু নির্দেশনা 1

2. ঈশ্বর আমাদের সততা (অথবা সততার অভাব সম্পর্কে!) পরীক্ষা করেন ও জানেন 5

3. তবুও কেন আমরা সততার ক্ষেত্রে আপস করি? 7

4. অসাধুতার পরিণতি 10

5. ধার্মিকদের উপর আশীর্বাদ 13

6. প্রতিক্রিয়া—উদ্ধার, অনুতাপ, ত্যাগ ও পবিত্রিকরণ 16

ভূমিকা

আমাদের প্রত্যেকের কাছে এই জগতে দেখা ভ্রষ্টাচারের অনেক কাহিনী আছে যা আমরা বলতে পারি, বিশেষ করে যখন আমরা সরকারী দপ্তরগুলিতে ও অন্যান্য স্থানে যাই। আমরা দুর্নীতি, অসততা ও ঘুষ প্রায়ই সব স্থানেই দেখতে পাই। মনে হয় এটা একটি সাধারণ বিষয়। অসততা, ঠকানো ও মিথ্যা কথা বলার কারণ যদি আপনি দেখাতে পারেন, তাহলে সেটা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

কিন্তু, এটা আরও বেশি দুঃখজনক তখন হয় যখন আমরা ঈশ্বরের লোকেদের মাঝে অসততা, অধার্মিকতা ও সততার অভাব দেখতে পাই - কারণ অন্তত আমাদের সর্বোত্তম বিষয়টি জানা উচিৎ! আমাদের জানা উচিৎ যে কীভাবে সততা, সাধুতা, পবিত্রতার ও ধার্মিকতার পথে চলতে হয়, কারণ আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে পড়ি এবং তাঁর বাক্য আমাদেরকে এই সমস্ত কিছু শেখায়। এটা আরও অনেক বেশি খারাপ বিষয় যখন অধার্মিকতা, অসততা ও সত্যের অভাব পালক, প্রচারক, ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষক ও পরিচর্যাকারীদের জীবনে দেখতে পাওয়া যায় । আমি নিশ্চিত যে আমাদের মধ্যে থেকে অনেকেই "খ্রীষ্ট সমাজের" মধ্যে ঘুষ দেওয়ার, মিথ্যা কথা বলার, অসৎ পথে চলার ঘটনাগুলি বলতে পারবে!

যখন আমরা বেঙ্গালুরুতে অল্ পিপালস্ চার্চ স্থাপন করেছিলাম ও পালকত্ব করা শুরু করেছিলাম, তখন আমরা মনে করতাম যে প্রত্যেক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা সত্য কথা বলবে। আমরা এরকম ভাবতাম কারণ এর আগে যে ছোট সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা কাজ করতাম ও সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলাম, সেখানে অধিকাংশ লোকেরা সত্য কথা বলতো এবং আমরা স্বাভাবিক ভাবেই লোকেদের উপর ভরসা করতাম। তাই, এই চিন্তাভাবনাটি আমরা সঙ্গে করে এনেছিলাম। কিন্তু আমরা অবাক হয়েছিলাম খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদেরকে মিথ্যা কথা বলতে দেখে! সেই মুহূর্তে আমাদের কাছে বিষয়টি অবিশ্বসনীয় ছিল—"খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের মিথ্যা কথা বলা, অধার্মিকের মত কাজ করা ও অসৎ পথে চলা উচিৎ না!"

আমরা এমনকি এমন পালক ও ঈশ্বরের পরিচর্যাকারীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি যারা অসৎ ছিলেন। আমি এরকম অনেক ঘটনা স্মরণ করতে পারি যেখানে অনেক "ভালো" রিপোর্ট শুনেছি ও তাদের কাজের

"ফটোও" দেখেছি। এমনও অনেক সময় গেছে যখন আমি তাদের কথায় বিশ্বাস করে অনুদান হিসেবে হাজার-হাজার টাকার চেক লিখে দিয়েছিলাম। তারপর অবশেষে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা লোকেদেরকে মুখ দেখে বা তাদের মুখের কথা শুনে বিশ্বাস করতে পারবো না। তারপর আমরা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম যেখানে সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিত না হয়ে লোকেদেরকে বিশ্বাস করতাম না! আমাদের চিন্তাভাবনাকে পরিবর্তন করতে হয়েছিল। আমরা এমন একটি অবস্থায় এসে পৌঁছেছিলাম যেখানে লোকেদেরকে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করার আগে তাদেরকে মূল্যায়ন ও পরীক্ষা করার প্রয়োজন পড়েছিল।

এই সমস্ত কিছুর লেখার উদ্দেশ্য হল যে ঈশ্বরের লোক হিসেবে, আমাদের মধ্যে এই বিষয়গুলিকে উদ্দীপিত করে তোলা:

- অখণ্ডতার প্রতি একটি অঙ্গীকার
- সততার প্রতি অঙ্গীকার
- আমাদের কথাবার্তায়, ব্যবসা-বাণিজ্য করার পদ্ধতিতে, পেশাতে ও আমাদের সবকিছুতে সত্যতা ও ধার্মিকতার অঙ্গীকার। আমাদের মনোভাব এমন হওয়া উচিৎ, "যাই হোক না কেন, আমাদের যাই মূল্য দিতে হোক না কেন, আমরা তবুও ধার্মিকতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবো"।
- সততার পথে চলার আশীর্বাদ সম্পর্কে অবগত হওয়া। যখন আমরা মিথ্যা কথা বলে সুবিধা হাসিল করি, তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি না যে আমরা ঈশ্বরের সেই আশীর্বাদগুলিকে হাতছাড়া করি, যা তিনি আমাদের জন্য রেখেছেন।
- প্রভুর প্রতি সমর্পিত হওয়া ও আমাদের বন্ধনগুলিকে তাঁকে ভাঙ্গতে দেওয়া, যা আমাদেরকে আটকে রাখে, যাতে আমরা এই ক্ষেত্রগুলিতে পরিবর্তিত হতে পারি। আমাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদেরকে বন্দী অবস্থায় পায় ও চাইলেও তারা সত্য কথা বলতে পারে না। এটা যদি হয়, তাহলে সম্ভবত আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলা ও প্রতারণা করার মন্দ-আত্মা থেকে মুক্তি পেতে হবে, যার বিষয়ে বাইবেল বলে।

ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ করুক!
আশিস রাইচুর

।

সততার বিষয়ে কিছু নির্দেশনা

বাইবেল আমাদেরকে সততা, সাধুতা ও সত্যের পথে চলার জন্য শিক্ষা দেয়।

হিতোপদেশ 6:16-19

16 এই ছয় বস্তু সদাপ্রভুর ঘৃণিত, এমন কি, সপ্ত বস্তু তাঁহার প্রাণের ঘৃণাস্পদ;

17 উদ্ধত দৃষ্টি, মিথ্যাবাদী জিহ্বা, নির্দ্দোষের রক্তপাতকারী হস্ত,

18 দুষ্ট সঙ্কল্পকারী হৃদয়, দুষ্কর্ম্ম করিতে দ্রুতগামী চরণ,

19 যে মিথ্যাসাক্ষী অসত্য কথা কহে, ও যে ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিবাদ খুলিয়া দেয়।

হিতোপদেশ 6:16-19 পদে সেই সকল বিষয়ের একটি তালিকা দেওয়া আছে যা ঈশ্বর ঘৃণা করেন। এর মধ্যে রয়েছে মিথ্যা কথা বলা, দুষ্ট সঙ্কল্পকারী হৃদয়, দুষ্কর্ম করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ও বিবাদ তৈরি করা। উদাহরণস্বরূপ, একটি কোম্পানির একজন একাউন্ট্যান্ট সংখ্যা অদল-বদল করে যদি এমন একটি রিপোর্ট পেশ করে যা সত্য বিষয়টিকে দর্শায় না, তাহলে বলা যেতে পারে যে সে দুষ্ট সকল্প করছে। যখন আমরা বলি যে আমরা কিছু দেখেছি, অথচ বাস্তবে সেই বিষয়টিকে দেখি নি, তাহলে সেটা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হবে, যা আবারও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে একটি ঘৃণার্হ বিষয়।

হিতোপদেশ 12:22

মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ সদাপ্রভুর ঘৃণিত; কিন্তু যাহারা বিশ্বস্ততায় চলে, তাহারা তাঁহার সন্তোষ-পাত্র।

ঈশ্বর “মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ” কে শুধুমাত্র স্বভাবের একটি ত্রুটি হিসেবে দেখে ক্ষমা করবেন না। বাস্তব সত্য এই যে এটা হল ঈশ্বরের কাছে ঘৃণিত এবং এটা আমাদের বলে যে তিনি কখনই এটাকে সহ্য করবেন না। অপর দিকে, যারা বিশ্বস্ততায় চলে, তারা তাঁর কাছে সন্তোষ-পাত্র। আমরা যদি আমাদের কাজকর্মে, আমাদের অর্থের বিষয়ে এবং যদি আমরা আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সৎ হই ও বিশ্বস্ত থাকি, তাহলে বাইবেল বলে যে আমরা তাঁর কাছে সন্তোষজনক হয়ে উঠি। ঈশ্বর অত্যন্ত খুশি হন যখন আমরা সততার সাথে কাজ করি। ধরুন আপনার উপরে যে কর্মকর্তা রয়েছেন, তিনি আপনাকে এমন একটি কাজ করতে বলেছেন যা সঠিক নয়, তখন আপনি ভেবে নিন যে আপনি ঈশ্বরের কাছে অথবা আপনার

কর্মকর্তার কাছে সন্তোষজনক হবেন। সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ আমাদের উপর। আমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে সততার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হবে।

যাত্রাপুস্তক 23:6-8

6 দরিদ্র প্রতিবাসীর বিচারে তাহার প্রতি অন্যায় করিও না।

7 মিথ্যা বিষয় হইতে দূরে থাকিও, এবং নির্দ্দোষের কি ধার্ম্মিকের প্রাণ নষ্ট করিও না, কেননা আমি দুষ্টকে নির্দ্দোষ করিব না।

8 আর তুমি উৎকোচ গ্রহণ করিও না, কেননা উৎকোচ মুক্তচক্ষুদিগকে অন্ধ করে, এবং ধার্ম্মিকদের কথা সকল উল্টায়।

এটা অত্যন্ত হাস্যকর যে কখনও কখনও আমরা মনে করি যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমরা সত্যকে প্রতিরক্ষা করতে পারবো! এটা অপ্রয়োজনীয় কারণ সত্য নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারে এবং আমাদের মিথ্যার সাহায্যে এটাকে প্রতিরক্ষা করার প্রয়োজন নেই। কর্মক্ষেত্রে এমন একটি পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করুন যা প্রায়ই ঘটে থাকে – আপনার একজন সহকর্মী আপনাকে ফোন করে কর্মকর্তাকে বলতে বলে যে তার শরীর খারাপ তাই সে অফিস যেতে পারবে না, কিন্তু সেইদিন সে হয়তো ছুটি নিয়ে অন্য কোন কাজ করবে। এই কাজটি করার জন্য আপনি রাজি হলেন এবং আপনার কর্মকর্তার কাছে মিথ্যা কথা বললেন। আপনি হয়তো মনে করলেন যে আপনার বন্ধুকে সাহায্য করে আপনি ভালোই কাজ করেছেন, কিন্তু বাস্তবে আপনি মিথ্যা কথা বললেন কারণ আপনি জানেন যে আপনার বন্ধু অসুস্থ নয় কিন্তু তার কিছু ব্যক্তিগত কাজের জন্য ছুটি নিয়েছে। বাস্তবে, আপনি তার মিথ্যার অংশীদার হলেন। যাত্রাপুস্তক 23:7 পদ বলে যে আমরা যেন মিথ্যা বিষয় থেকে দূরে থাকি। এই প্রকারের বিষয়ের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন না। আপনার সহকর্মীকে এই কথাটি বলার সাহস রাখুন যে সে যেন কর্মকর্তাকে সত্য কথা বলে। অনেকসময়ে আমরা এই প্রকারের বিষয়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি কারণ আমরা মনে করি যে আমরা আমাদের বন্ধুর উপকার করছি। না, আমরা করছি না!

গীতসংহিতা 34:13

তুমি হিংসা হইতে তোমার জিহ্বাকে, ছলনা-বাক্য হইতে তোমার ওষ্ঠকে সাবধানে রাখ।

আমাদেরকে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলা হয়েছে (গীতসংহিতা 34:13)। মনে রাখবেন যে আমাদের জিহ্বা আমাদের নিয়ন্ত্রণের অধীনে রয়েছে, শয়তানের নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। কিছু কিছু মানুষেরা এই বলে অজুহাত দেয়, "শয়তান আমাকে মিথ্যা কথা বলিয়েছে"। বাস্তবে, তারা মিথ্যা কথাটি বলেছে। এখন, কিছু মানুষরা বন্দিত্বে থাকতে পারে, যেখানে

শয়তান তাদেরকে এতটাই প্রভাবিত করে রেখেছে যে তারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে মিথ্যা কথা বলে, কিন্তু এই বন্দিত্বকে যীশুর নামে ভাঙা সম্ভব। কিন্তু, অবশেষে, আমাদের জিহ্বা আমাদের অধীনে রয়েছে। আমরা যেন আমাদের মিথ্যা কথা বলার অভ্যাসের জন্য শয়তানকে, আমাদের বাবা-মাকে, আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের ও যে পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছি, সেই পরিবেশকে দোষ না দিই। আমাদেরকে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে হবে।

মিথ্যা কথা বলার সময়ে আরেকটি অজুহাত যা আমরা ব্যবহার করে থাকি তা হল, "ঈশ্বর আমার হৃদয় জানেন। যদিও আমি অল্প সামান্য মিথ্যা কথা বলেছি, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য মন্দ ছিল না"। এবং আমরা ভাবি না যে কীভাবে এটা অন্যান্য লোকেদেরকে প্রভাবিত করে। কিন্তু নতুন নিয়ম আমাদের শেখায় যে আমাদেরকে শুধুমাত্র ঈশ্বরের দৃষ্টির সামনে নয়, কিন্তু মানুষের দৃষ্টির সামনে সৎ থাকতে হবে। *"মন্দের পরিশোধে কাহারও মন্দ করিও না; সকল মনুষ্যের দৃষ্টিতে যাহা উত্তম, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাই কর"* (রোমীয় 12:17)। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যদি অত্যন্ত অভাবের মধ্যে থাকে, তাহলে সে অন্যের কাছ থেকে চুরি করে এই অজুহাত ব্যবহার করতে পারে না, "ঈশ্বর আমাকে ও আমার পরিস্থিতি জানেন। আমি সাধারণত এই কাজটি করতাম না, কিন্তু আমার বড় অভাবের কারণেই কাজটি করলাম"। অনেক বড় প্রয়োজন রয়েছে বলেই ঈশ্বর চুরির কাজটিকে ছেড়ে দেবেন না, এবং মানুষও ছেড়ে দেবে না!

2 করিন্থীয় 8:21

কারণ কেবল প্রভুর সাক্ষাতে নয় মনুষ্যদের সাক্ষাতে যাহা উত্তম, তাহাও আমরা চিন্তা করি।

পৌল বলেছেন যে কীভাবে তিনি সেই সকল দানের টাকা-পয়সা সামলেছিলেন যা তাকে মণ্ডলী থেকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যেভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন সেখানে একটি গুরুগম্ভীর বিষয় রয়েছে। তিনি ঈশ্বরের প্রতি এবং সেই সকল মানুষদের প্রতি এক বিরাট জবাবদিহিতার মানসিকতা রেখে টাকা-পয়সা সামলেছিলেন, যারা তার কাছে টাকা-পয়সার দায়িত্ব দিয়েছিল। পৌল চেয়েছিলেন যে তার সমস্ত টাকা-পয়সা সামলানোর কাজটি যেন শুধুমাত্র ঈশ্বরের সামনে নয়, কিন্তু মানুষের সামনেও যেন স্বচ্ছ থাকে।

সেই কারণে, অল পিপালস্ চার্চ-এ আমরা সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করে থাকি আমাদের সমস্ত হিসাবের খাতাগুলিকে সঠিক ভাবে রাখতে। আমরা জোর দিই যে সমস্ত বিল ও আর্থিক আদান-প্রদানের সকল হিসাব যেন থাকে যাতে যদি কখনও কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করে, তাহলে আমরা

আমাদের সকল রেকর্ড সঠিক ভাবে দেখাতে পারবো। আমাদেরকে সেই অতিরিক্ত পরিশ্রমটি করতে হবে যাতে আমরা উভয় ঈশ্বর ও মানুষের কাছে জবাবদিহি থাকি।

ইফিষীয় 4:25

অতএব তোমরা, যাহা মিথ্যা, তাহা ত্যাগ করিয়া প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসীর সহিত সত্য আলাপ করিও; কারণ আমরা পরস্পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

এটা সত্যিই অবাক করার বিষয় যে কীভাবে আমরা মণ্ডলীতে একে-অপরকে “ঈশ্বরের প্রশংসা হোক!” কথাটি বলে থাকি আর তবুও একে-অপরের কাছে মিথ্যা কথা বলা অব্যাহত রাখি। বাইবেল আমাদেরকে সকল প্রকারের মিথ্যা কথাকে দূরে রাখতে বলছে ও একে-অন্যের সাথে সত্য কথা বলতে বলেছে—আমরা সকলেই খ্রীষ্টের দেহের অংশ এবং অবশ্যই যেন একে-অপরের কাছে সত্য কথা বলি।

I পিতর 2:12

আর পরজাতীয়দের মধ্যে আপন আপন আচার ব্যবহার উত্তম করিয়া রাখ; তাহা হইলে তাহারা যে বিষয়ে দুষ্কর্ম্মকারী বলিয়া তোমাদের পরীবাদ করে, স্বচক্ষে তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিলে সেই বিষয়ে তত্ত্বাবধানের দিনে ঈশ্বরের গৌরব করিবে।

যখন জগতের লোকেরা আমাদেরকে লক্ষ্য করে, তারা যেন আমাদেরকে সৎ বলে চিহ্নিত করতে পারে। এই স্তরের সততা ও অখণ্ডতা আমাদেরকে বজায় রাখতে হবে কারণ যখন তারা আমাদের দিকে তাকাবে, তখন আমাদের দিকে আঙুল তোলার কোন কারণ যেন তাদের কাছে না থাকে।

2

ঈশ্বর আমাদের সততা (অথবা সততার অভাব সম্পর্কে!) পরীক্ষা করেন ও জানেন

ঈশ্বর আমাদের সততা পরীক্ষা করেন ও জানেন। আমাদের পালকেরা হয়তো কখনই আমাদের সততার মাত্রা সম্পর্কে জানতে পারবেন না। আমরা যদি আমাদের বায়োডাটাতে মিথ্যা তথ্য প্রদান করি এবং রবিবার মণ্ডলীতে গিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করি, আমাদের পালকেরা হয়তো জানতেও পারবেন না। কিন্তু ঈশ্বর জানেন। তিনি জানেন আমাদের মধ্যে সততা রয়েছে নাকি সততার অভাব রয়েছে। রাজা দায়ূদ বলেছেন, “হে সদাপ্রভু, আমার ধার্ম্মিকতা ও আমার আন্তরিক সিদ্ধতানুসারে আমার বিচার কর” (গীতসংহিতা 7:8)।

শাস্ত্রে দায়ূদ এমনও প্রার্থনা করেছেন, *“সদাপ্রভু, আমার বিচার কর, কারণ আমি নিজ সিদ্ধতায় চলিয়াছি, আর আমি সদাপ্রভুর শরণ লইয়াছি, চঞ্চল হইব না। সদাপ্রভু, আমার পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ লও, আমার মর্ম্ম ও চিত্ত নির্ম্মল কর”* (গীতসংহিতা 26:1,2)। কি দৃঢ় প্রার্থনা, তাই না? যেহেতু দায়ূদ সততায় চলেছিলেন, সেই কারণে তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচার চাইতে পেরেছিলেন। প্রায়ই আমরা বলে থাকি, “আমি যদি আমার কর্মকর্তাকে বলি যে আমি মিথ্যা কথা বলতে পারবো না, তাহলে আমার চাকরী চলে যাবে”। ঈশ্বরের প্রশংসা হয় যদি আপনি এমন স্থানে এসে পৌঁছান, যেখানে ধার্মিকতা ও সততার কারণে আপনার চাকরী চলে যাবে, কারণ তখনই আপনি দায়ূদের মতো প্রার্থনা করতে পারবেন ও ঈশ্বরের কাছ থেকে ন্যায় বিচারের জন্য যাচঞ্চা করতে পারবেন।

কিন্তু, আমরা যদি সততায় না চলি, তাহলে ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা ন্যায় বিচারের জন্য যাচঞ্চা করতে পারবো না। গীতরচকের মতো, আমরা যেন বলতে পারি যে আমরা সিদ্ধতায় চলেছি, সততার সাথে কাজ করেছি এবং যা সঠিক তাই করেছি, এবং তারপরেই আমরা ঈশ্বরকে আমাদের হয়ে যুদ্ধ লড়তে বলতে পারবো।

যিরমিয় 23:23,24

23 সদাপ্রভু কহেন, আমি কি নিকটে ঈশ্বর, দূরে কি ঈশ্বর নহি?

24 সদাপ্রভু কহেন, এমন গুপ্ত স্থানে কি কেহ লুকাইতে পারে যে, আমি তাহাকে দেখিতে পাইব না? আমি কি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ব্যাপিয়া থাকি না? ইহা সদাপ্রভু কহেন।

শাস্ত্রে ঈশ্বর একটি আকর্ষণীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন—*“এমন গুপ্ত স্থানে কি কেহ লুকাইতে পারে যে, আমি তাহাকে দেখিতে পাইব না?”* (যিরমিয় 23:24a) আমরা নিজেদেরকে লুকিয়ে রেখে এইটা মনে করে আমাদের অসাধু কাজকর্ম করে যেতে পারি না যে ঈশ্বর আমাদেরকে দেখছেন না। অবশ্যই, অন্য কোন মানুষ আমাদেরকে নাও দেখতে পারেন, কিন্তু এই পৃথিবীতে এমন কোন গুপ্ত স্থান নেই যেখানে আমরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের দৃষ্টি থেকে লুকাতে পারবো। আমরা আমাদের কম্পিউটারের সামনে বসে মাসিক রিপোর্টে অনেক প্রকারের মিথ্যা কথা লিখতে পারি এবং ভাবতে পারি যে কেউ কিছু জানতে পারবে না। কিন্তু স্মরণে রাখবেন যে ঈশ্বর দেখছেন। তিনি আমাদের হৃদয় জানেন ও পরীক্ষা করেন।

ইব্রীয় 4:13

আর তাঁহার সাক্ষাতে কোন সৃষ্ট বস্তু অপ্রকাশিত নয়; কিন্তু তাঁহার চক্ষুর্গোচরে সকলই নগ্ন ও অনাবৃত রহিয়াছে, যাঁহার কাছে আমাদিগকে নিকাশ দিতে হইবে।

এমন কিছুই নেই যা আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখতে পারি। আমাদেরকে এমন একটি স্থানে আসতে হবে যেখানে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের মধ্যে একটি ভক্তিপূর্ণ ভয় থাকবে, যা আমাদেরকে ধার্মিক ভাবে ও সততায় জীবনযাপন করতে সাহায্য করবে।

3

তবুও কেন আমরা সততার ক্ষেত্রে আপস করি?

আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরা এই পর্যন্ত যা কিছু পড়েছে, সেই বিষয়ে অবগত। শিশুকাল থেকে, আমাদেরকে শেখানো হয়েছে যে মিথ্যা কথা বলা ভুল, আমরা যেন সৎ হই, ধার্মিকতায় চলি, ইত্যাদি। আমরা শাস্ত্রের মধ্যে থেকে অনেক বাইবেল পদ সম্পর্কে অবগতও থাকতে পারি যা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা সেইগুলিকে আমাদের বাইবেলে দাগ দিয়েও রাখতে পারি!

কিন্তু নিজেদেরকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন আছে।

- তবুও কেন আমরা মিথ্যা কথা বলি?
- এরকম কেন হয় যে অনেক বছর ধরে খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আমরা আমাদের কাজকর্মে, পরিচর্যাতে ও অন্যান্য বিষয়ে অসৎ থাকি? প্রায়ই, আমরা লোকেদের বলে থাকি যে একটি নির্দিষ্ট কারণের জন্য আমরা অর্থ সংগ্রহ করে থাকি, কিন্তু তারপর সেই অর্থ অন্য কিছুর জন্য ব্যয় করে ফেলি।
- কেন ঈশ্বরের লোকেরা, যারা এই সমস্ত কিছু জানে ও ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে এই বিষয়ে পড়েছে, তবুও অসৎ হন?

অসৎ পথে চলা অব্যাহত রাখার কয়েকটি কারণ রয়েছে। এই কারণগুলি আমাদেরকে সততা, সাধুতা ও ধার্মিকতার পথে চলতে বাধা দেয়। কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ নিচে দেওয়া হল।

ঈশ্বরের প্রতি কোন প্রকৃত ভয় নাই—ঈশ্বরের অনুগ্রহকে অগ্রাহ্য করা

আমরা অনেকসময়ে সেই সব পদগুলির সাথে খুব ভালো ভাবে পরিচিত হই যেগুলি ক্ষমা, দয়া, ঈশ্বরের অনন্তকালস্থায়ী প্রেম ও উত্তমতা সম্পর্কে বলে, এবং এই পদগুলিকে আমরা কম গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমরা অনুভব করি যে যখন আমরা অসৎ ও মিথ্যার পথে চলতে থাকবো, ঈশ্বর তবুও আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভয়

থাকে না। *"দয়া ও সত্যে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়, আর সদাপ্রভুর ভয়ে মনুষ্য মন্দ হইতে সরিয়া যায়"* (হিতোপদেশ 16:6)। শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রতি একটি প্রকৃত ভয় মানুষকে মন্দ পথ থেকে সরে আসতে সাহায্য করবে। আমরা যেন তাঁকে এতটাই ভয় করি ও সম্মান করি যে এই সমস্ত পাপের—অসততা, মিথ্যা কথা বলা ও অধার্মিকতা—মধ্যে আমরা নিজেদেরকে সিক্ত করে রাখবো না। যেখানে ঈশ্বরের ভয় নেই, সেখানে আমরা আমাদের ইচ্ছামতো কাজ করবো। এটা সত্য যে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করি কিন্তু একই সময়ে, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যেন ঈশ্বরের ভয় থাকে।

এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে ঈশ্বরের কিছু পরিচর্যাকারী ও প্রচারকদের জীবনে ঈশ্বর ভয় নেই এবং তারা যখন পুলপিট থেকে নেমে আসেন, তখন তারা সকল প্রকারের মিথ্যা কথা বলতে ও মন্দ কাজ করতে দ্বিধাবোধ করেন না। আমরা যারা ঈশ্বরের পরিচর্যাকারী, আমাদের মধ্যে যখন ঈশ্বরের ভয় থাকে না, তখন কীভাবে আমরা লোকেদেরকে ঈশ্বরের ভয় সম্পর্কে শিক্ষা দেবো? আমাদেরকে এমন একটি স্থানে আসতে হবে যেখানে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের ভয় থাকবে।

মানুষের ভয়

অনেকসময়ে আমরা মানুষের প্রতি ভয়ের কারণে মিথ্যা কথা বলে থাকি—আমরা ভয় পাই যে মানুষেরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে যদি আমরা সত্যি কথা বলি। আমাদেরকে মানুষের ভয়কে অতিক্রম করতে হবে! আমাদের অত্যন্ত সাহসী হতে হবে সত্যি কথা বলার ও ধার্মিকতার পথে চলার জন্য, সেই যেমনই লোকের সাথে আমরা সংস্পর্শে আসি না কেন!

পরিণতির ভয়

"আমি যদি এই পরিস্থিতি থেকে বেরানোর জন্য মিথ্যা কথা না বলি, তাহলে আমি এখানেই আটকে থাকবো, তাই আমি মিথ্যা বলে এখান থেকে বেড়িয়ে আসতে চাই"—এটা আরও একটি অজুহাত যার কারণে লোকেরা মিথ্যা বলে থাকে। আমরা যেন যথেষ্ট সাহসী হই যে পরিণতির চিন্তা না করেই সত্যের পথে যেন চলি। মনে রাখবেন, যখন আমরা সততার সাথে চলি, তখন ঈশ্বর আমাদের সপক্ষে থাকেন!

সম্মান / অহংকার

অনেকসময়ে আমরা মিথ্যা বলি কারণ আমরা আমাদের সম্মানকে ও অহংকারকে রক্ষা করতে চাই। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ আমাদের জিজ্ঞাসা করে যে আমরা আমাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি কিনা, তখন সেটা সত্য না হলেও আমরা "হ্যাঁ" বলে থাকি।

চেতনা অনুযায়ী জীবনযাপন করার পরিবর্তে সুবিধা অনুযায়ী জীবনযাপন করা

আমরা চেতনার পরিবর্তে সুবিধা অনুযায়ী জীবনযাপন করে থাকি কারণ চেতনা অনুযায়ী জীবনযাপন করার জন্য অনেক বেশি প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। যখন আমরা সুনিশ্চিত হই যে আমাদেরকে প্রত্যেক মুহূর্তে সত্য কথা বলতে হবে, সেটার জন্য যাই মূল্য দিতে হোক না কেন, আমাদেরকে সত্য কথা বলতেই হবে। সুবিধা বলে, "যদি সহজ মনে হয় তাহলে আমি সত্য কথা বলবো; যদি কঠিন মনে হয়, তাহলে মিথ্যা বলে এখান থেকে বেড়িয়ে আসবো"। অনুগ্রহ করে নিজেকে বলুন যে আপনি আপনার দৃঢ় প্রত্যয় ও চেতনা অনুযায়ী জীবনযাপন করবেন! আমরা যেন অবশ্যই দৃঢ় প্রত্যয় ও চেতনা অনুযায়ী জীবনযাপন করি এবং আমাদের সুবিধা অনুযায়ী নয়। আমরা যেন সর্বদা সুনিশ্চিত হই যে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়ে পূর্ণ পুরুষ ও মহিলা হওয়ার প্রয়োজন আছে, যারা সত্য ও সততার পথে চলে।

অসন্তুষ্ট করার / আঘাত দেওয়ার ভয়

অনেকসময়ে, লোকেরা মিথ্যা কথা বলে কারণ তারা সেই ব্যক্তিকে আঘাত দিতে চায় না যার সাথে তারা কথা বলে। যতই ভালো উদ্দেশ্য সহকারে বলুন না কেন, একটা মিথ্যা কথা সর্বদাই একটা মিথ্যা কথা হয়েই থাকবে।

ভালো মানুষ প্রমাণিত হওয়ার জন্য ঢাকা দেওয়া

অনেকসময়ে, লোকেরা মিথ্যা কথা বলে যখন তারা তাদের বন্ধুদের বাঁচাতে চায়। আপনি যতই আন্তরিক হন না কেন, একটা মিথ্যা কথা সর্বদাই মিথ্যাই থাকবে! এই কথাটি মনে রাখবেন—সত্য নিজেই একা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে; মিথ্যা দ্বারা সত্যকে সমর্থন করার প্রয়োজন নেই!

4
অসাধুতার পরিণতি

সততার বিষয়ে আপস করার আমাদের আরও একটা কারণ হল বাস্তবে এর পরিণতির গাম্ভীর্য সম্পর্কে চিন্তা না করা। অনেক সময়ে, আমরা মনে করি যে যদি আমরা ঈশ্বরের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাই, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। অবশ্যই ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেন, কিন্তু তবুও আমরা পরিণতিগুলি ভোগ করে থাকি। ঈশ্বর পরিণতিগুলি পাল্টে দেবেন না। আমরা যা বপন করেছি, তার পরিণতির ফসল আমাদের অবশ্যই কাটতে হবে। আমাদের সম্পূর্ণ ভাবে অসততার পরিণতি সম্পর্কে বুঝতে হবে। আসুন, কয়েকটি শাস্ত্রাংশ পড়ি।

হিতোপদেশ 19:5
মিথ্যাসাক্ষী অদণ্ডিত থাকিবে না, মিথ্যাভাষী রক্ষা পাইবে না।

অনেক সময়ে, পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকি। কিন্তু আমরা এটা উপলব্ধি করি না যে ঈশ্বরের বাক্যে লেখা আছে, *"...মিথ্যাভাষী রক্ষা পাইবে না"* (হিতোপদেশ 19:5b)। আমরা হয়তো মিথ্যা কথা বলে কোন একটা পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার পর আনন্দ করতে পারি কিন্তু আমরা এই বিষয়টি উপলব্ধি করি না যে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা অনুতাপ করছি ও আমাদের চারিপাশের বিষগুলির সাথে মোকাবিলা করছি, ততক্ষণ অব্দি মিথ্যা কথা বলার পরিণতি আমাদেরকে দ্রুত ধরে ফেলবে।

- কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য আমরা প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে থাকি, কিন্তু এটা উপলব্ধি করি না যে এর দ্বারা আমরা নিজেদেরকে আরও কঠিন ফাঁদের মধ্যে জড়িয়ে ফেলছি!

হিতোপদেশ 20:17
মিথ্যা কথার ফল মানুষের মিষ্ট বোধ হয়, কিন্তু পশ্চাতে তাহার মুখ কাঁকরে পরিপূর্ণ হয়।

প্রতারণার দ্বারা যে খাদ্য আমরা অর্জন করে থাকি, তা শুরু-শুরুতে মিষ্টি লাগতে পারে, কিন্তু সেই খাদ্য যদি মিথ্যা ও প্রতারণার দ্বারা অর্জন করা হয়ে থাকে, তাহলে বাইবেল বলে যে *"পশ্চাতে তাহার মুখ কাঁকরে পরিপূর্ণ হয়"* (হিতোপদেশ 20:17b)। প্রতারণা হল যখন কেউ ছয় মাসের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তার বায়োডাটাতে ছয় বছরের কাজের অভিজ্ঞতার কথা লেখে! অসততার দ্বারা যে অর্থ অর্জন করা হয়, যদিও সেটা শুরু-শুরুতে মিষ্টি লাগতে পারে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে মুখে কাঁকড়ের মতো অনুভূতি হবে। হিতোপদেশ 21:6 পদটিও একই সত্য বিষয়ে বলে—*"মিথ্যাবাদী জিহ্বা দ্বারা যে ধনকোষ লাভ, তাহা চপল বাষ্পবৎ, তদন্বেষীরা মৃত্যুর অন্বেষী"।* অসাধুতার পথ অবলম্বন করে যে ধন আমরা উপার্জন করি তা আমাদেরকে মৃত্যু ও বিনাশের দিকে নিয়ে যায়, এবং সেই ধন শীঘ্রই হারিয়ে যায়।

- অসাধুতা একটি "দ্রুত ও সহজ" উপায় বলে মনে হতে পারে কিন্তু এর পরিণতি দ্রুতই আমাদের ধরে ফেলবে!

হিতোপদেশ 29:12
যে শাসনকর্ত্তা মিথ্যা কথায় কর্ণপাত করেন, তাঁহার পরিচারকগণ সকলে দুষ্ট।

- যখন নেতৃত্বে থাকা কোন ব্যক্তি অসৎ পথে চলে, তখন তার অধীনে সকলেই একই পথ অবলম্বন করবে!

হোশেয় 10:12,13
12 তোমরা আপনাদের জন্য ধার্ম্মিকতার বীজ বপন কর, দয়ানুযায়ী শস্য কাট, আপনাদের জন্য পতিত ভূমি তোল; কেননা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিবার সময় আছে, যে পর্য্যন্ত তিনি আসিয়া তোমাদের উপরে ধার্ম্মিকতা না বর্ষান।
13 তোমরা দুষ্টতারূপ চাষ করিয়াছ, অধর্ম্মরূপ শস্য কাটিয়াছ, মিথ্যার ফল ভোজন করিয়াছ; কারণ তুমি আপনার পথে, আপনার বীরসমূহে বিশ্বাস করিয়াছ।

হোশেয় 10:12,13 একটি মজাদার বিষয় তুলে ধরে। প্রত্যেক বার যখন আমরা মিথ্যা বলি, তখন আমরা অধার্মিকতার, দুষ্টতার বীজ বপন করে থাকি, এবং শীঘ্রই আমরা আমাদের মিথ্যা কথা বলার ফল ভক্ষণ করবো। মিথ্যা তার নিজের প্রকারের ফল উৎপাদন করবে এবং আমরা সেই ফল খাবো। তাই, আমরা যেন উপলব্ধি করি যে মিথ্যা কথা বলার ও অসততার পরিণতি রয়েছে।

- আমরা যে কটা মিথ্যা বপন করবো, তার প্রত্যেকটির "মিথ্যার ফল" রয়েছে যা আমাদের অবশ্যই ভক্ষণ করতে হবে!

যোহন 8:44
তোমরা আপনাদের পিতা দিয়াবলের, এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা; সে আদি হইতেই নরঘাতক, সত্যে থাকে নাই, কারণ তাহার মধ্যে সত্য নাই। সে যখন মিথ্যা বলে, তখন আপনা হইতেই বলে, কেননা সে মিথ্যবাদী ও তাহার পিতা।

- যখন আমরা মিথ্যা বলি, তখন শয়তানের কাজে আমরা অংশগ্রহণ করে থাকি!

বাইবেল বলে যে মিথ্যাবাদীদের আগুনের হ্রদে নিক্ষিপ্ত করা হবে—যা হল সকল পরিণতির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক পরিণতি।

প্রকাশিত বাক্য 21:8
কিন্তু যাহারা ভীরু, বা অবিশ্বাসী, বা ঘৃণার্হ, বা নরঘাতক, বা বেশ্যাগামী, বা মায়াবী বা প্রতিমাপূজক, তাহাদের এবং সমস্ত মিথ্যাবাদীর অংশ অগ্নি ও গন্ধকে প্রজ্বলিত হ্রদে হইবে; ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু।

বাইবেল বলে যে আমরা বিশ্বাস দ্বারা অনুগ্রহের মাধ্যমে উদ্ধার পেয়েছি। প্রত্যেক মানুষ যারা প্রভু যীশুকে জানবে তারা উদ্ধার পাবে এবং যীশু খ্রীষ্টেতে অনুগ্রহ, করুণা, ক্ষমা ও উদ্ধার রয়েছে। কিন্তু, এক ভয়ানক পরিণতির কথা ঈশ্বর নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন—আমরা যদি মিথ্যাবাদী হই, তাহলে আমাদেরকে নরকে নিক্ষেপ করা হবে (প্রকাশিত বাক্য 21:8)। শয়তান হল মিথ্যাবাদীদের আদি পিতা এবং তার মধ্যে কোন সত্য নেই (যোহন 8:44), তাই ঈশ্বর মিথ্যাবাদীদের বলবেন, *"তোমরা যদি মিথ্যা কথা বলতে থাক, তাহলে যাও, তোমাদের পিতার সাথে বসবাস করো!"* সত্য কথা না বলার, এবং মিথ্যা কথা বলার এমনই একটি ভয়ানক পরিণতি! আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে যে অসাধুতার পরিণতি রয়েছে—উভয় এই জগতে এবং আগত পৃথিবীতেও। এটি যেন আমাদেরকে ঈশ্বরের ভয়ে পরিচালনা করে ও আমাদের এই কথাটি বলতে সাহায্য করে, "ঈশ্বর, আমি অধার্মিকতার বীজ বপন করতে চাই না, আমি আমার মিথ্যার ফল ভক্ষণ করতে চাই না। আমি অধার্মিকতা ও দুষ্টতার ফসল কাটতে চাই না"।

- অন্তিম পরিণতি—মিথ্যাবাদীরা নরকে যাবে!

5
ধার্মিকদের উপর আশীর্বাদ

যারা ধার্মিকতা, সততা ও অখণ্ডতার পথে চলে, তাদের জন্য আশ্চর্য ও দারুন আশীর্বাদ রয়েছে।

আশীর্বাদ ও কৃপা

গীতসংহিতা 5:12
কেননা তুমি ধার্ম্মিককে আশীর্ব্বাদ করিবে, হে সদাপ্রভু, তুমি ঢালের ন্যায় তাহাকে প্রসন্নতায় বেষ্টন করিবে।

কল্পনা করুন আপনি একটা ইন্টার্ভিউ দিতে যাচ্ছেন ও ঈশ্বরের কৃপা লাভ করার জন্য প্রার্থনা করছেন। বাইবেল বলে যে ঈশ্বর ধার্মিকদের প্রতি কৃপা বর্ষণ করবেন। আপনার বায়োডাটাতে যদি মিথ্যা তথ্য লেখা থাকে, তাহলে আপনি ঈশ্বরের কৃপা লাভ করার আশা করবেন না, কারণ তিনি বলেছেন যে তিনি ধার্মিকদের আশীর্বাদ করবেন ও তাদেরকে প্রসন্নতা দিয়ে ঘিরে রাখবেন—অসাধু বা অধার্মিক লোকেদের নয়, বরং ধার্মিক লোকেদের। তাই, আমাদের কী করা উচিৎ? বায়োডাটাতে মিথ্যা ভাবে "ছয় বছরের" অভিজ্ঞতার কথা না লিখে, আমরা যেন সততার সাথে লিখি যে আমাদের কাছে মাত্র ছয় মাসের অভিজ্ঞতাই রয়েছে এবং তারপর সাহসের সাথে ঈশ্বরকে বলি যে আমরা তাঁর উপর নির্ভর করছি যে তিনি আমাদেরকে এমন একটি চাকরী দেন যা একজন ছয় বছরের অভিজ্ঞতা অধিকারী ব্যক্তি পেতে পারে। বায়োডাটাতে মিথ্যা তথ্য লেখার তুলনায় এটা করা অনেক ভালো একটি বিষয় হবে। যেখানে ধার্মিকতা রয়েছে শুধুমাত্র সেখানেই ঈশ্বর তাঁর কৃপা দান করতে পারেন।

সংরক্ষিত হওয়া ও প্রার্থনার উত্তর পাওয়া

গীতরচক বলেছেন, *"সিদ্ধতা ও সরলতা আমাকে রক্ষা করুক, কেননা আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি"* (গীতসংহিতা 25:21)। একটি অত্যন্ত নিরাপদ স্থান—যেখানে আমরা ঈশ্বরকে বলতে সক্ষম হবো যে আমরা

সততা ও ধার্মিকতার পথে চলেছি এবং তারপরেই তাঁর দ্বারা সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত থাকার নিশ্চয়তা আমরা লাভ করতে পারবো।

গীতসংহিতা 34:15
ধার্ম্মিকগণের প্রতি সদাপ্রভুর দৃষ্টি আছে, তাহাদের আর্ত্তনাদের প্রতি তাঁহার কর্ণ আছে।

গীতসংহিতা 34:17
[ধার্ম্মিকেরা] ক্রন্দন করিল, সদাপ্রভু শুনিলেন, তাহাদের সকল সঙ্কট হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

গীতসংহিতা 34:19
ধার্ম্মিকের বিপদ অনেক, কিন্তু সেই সকল হইতে সদাপ্রভু তাহাকে উদ্ধার করেন।

প্রার্থনার উত্তর ও সুরক্ষা লাভ করা ধার্মিকদের জন্য রাখা আছে। যদিও সততার সাথে দাঁড়ানোর সময়ে আমরা অনেক বাধা ও তাড়নার সম্মুখীন হতে পারি, কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে সেই সব তাড়না থেকে রক্ষা করবেন।

এক স্থায়ী নিরাপত্তা

হিতোপদেশ 12:19
সত্যের ওষ্ঠ চিরকাল স্থায়ী; কিন্তু মিথ্যাবাদী জিহ্বা নিমেষমাত্র স্থায়ী।

সত্য চিরস্থায়ী! মিথ্যা ক্ষণিকের জন্য উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে, কিন্তু আগামীকাল তা ফুরিয়ে যাবে। আমরা সেইগুলির উপর নির্ভর করতে পারি না। আমাদেরকে হয়তো আরও অনেক মিথ্যা তৈরি করতে হবে প্রথম মিথ্যাটিকে রক্ষা করার জন্য। মিথ্যার মধ্যে কোন নিরাপত্তা নেই। কিন্তু, যখন আমরা সত্য কথা বলি, আমরা তখন নিরাপত্তা অনুভব করি ও বাস্তবে নিরাপদ থাকি। আমাদেরকে প্রতিরক্ষা করার প্রয়োজন নেই কারণ সত্য স্বয়ং নিজের প্রতিরক্ষা করে!

স্পষ্টতা / জ্যোতি

গীতসংহিতা 97:11
দীপ্তি বপন করা গিয়াছে ধার্ম্মিকের জন্য, আর সরলচিত্তদের জন্য আনন্দ।

যখন আমরা ধার্মিকতার পথে চলি, তখন আমরা আশা করতে পারি যে ঈশ্বরের দীপ্তি আমাদের পথে পড়বে। যখন আমরা ধার্মিকতার পথে চলি না, তখন পথ অন্ধকার হওয়ার এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হওয়ার নালিশ আমরা করতে পারি না। এইভাবে ভাবুন—প্রত্যেকবার যখন আমরা মিথ্যা বলি, তখন আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের দীপ্তিকে "বন্ধ" করে দিই এবং ধার্মিকতার পথে চলার দ্বারা, আমরা সেই দীপ্তিকে "জ্বালাই" যাতে আমরা আমাদের সামনের পথটিকে স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাই!

উত্তরাধিকার

হিতোপদেশ 20:7
যে ধার্ম্মিক আপন সিদ্ধতায় চলে, তাহার পরে তাহার সন্তানগণ ধন্য।

সততায় চলার ফলস্বরূপ আমরা আমাদের সন্তানদের জন্যও আশীর্বাদ ছেড়ে যাই। এর বিপরীত, অসাধুতার পথে চলার পরিণামে আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য অভিশাপ ছেড়ে যাই। আমাদের সন্তানদের জন্য কী প্রকারের উত্তরাধিকার ছেড়ে যাচ্ছি সেটা নির্ভর করবে আমরা সততায় চলছি কিনা।

6

প্রতিক্রিয়া—উদ্ধার, অনুতাপ, ত্যাগ ও পবিত্রিকরণ

মিথ্যা কথা বলার আত্মার বন্ধনকে ভাঙুন

শুধুমাত্র সত্যকে জানলেই হবে না, সেই সত্যকে প্রয়োগও করতে হবে। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো এমন একটি পরিস্থিতিতে রয়েছেন যেখানে মিথ্যা কথা বলা আপনার কাছে একটি স্বাভাবিক স্বভাব হয়ে উঠেছে এবং আপনি জানেনও না যেন কেন আপনি তা করেন। বাইবেলে অন্তত দুটি স্থানে মিথ্যা কথা বলার আত্মার উল্লেখ রয়েছে (1 রাজাবলি 22:22,23; 2 বংশাবলি 18:21,22)। এর অর্থ এই যে এমনও মন্দ আত্মারা রয়েছে যারা মিথ্যাকে প্রোৎসাহিত করে ও লোকেদের চরিত্র ও স্বভাবকে প্রভাবিত করে। হতে পারে আপনি নতুন জন্ম প্রাপ্ত, আত্মায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি যিনি নানাবিধ ভাষায় কথা বলে, কিন্তু তবুও আপনি একটি মিথ্যা কথা বলার আত্মার নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারেন। ঈশ্বরের কাছে যাচঞ্ঞা করুন ও এই বাঁধন থেকে মুক্ত হন!

মিথ্যা কথা বলার প্রতি আপনার মনোভাবকে পরিবর্তন করুন

হিতোপদেশ 13:5
ধার্ম্মিক মিথ্যা কথা ঘৃণা করে; কিন্তু দুষ্ট লোক দুর্গন্ধস্বরূপ, সে লজ্জা জন্মায়।

গীতসংহিতা 119:163
আমি মিথ্যাকে দ্বেষ করি, ঘৃণা করি, তোমার ব্যবস্থাই ভালবাসি।

যদিও আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষেরা জানে যে ঈশ্বরের কাছে অসাধুতা গ্রহণযোগ্য নয়, তবুও আমরা এটাকে আমাদের মধ্যে ও অন্যদের মধ্যে সহ্য করি। মিথ্যা কথা বলার প্রতি সহনশীল হওয়ার অবস্থান থেকে সরে আমাদেরকে এমন একটি অবস্থানে আসতে হবে যেখান থেকে আমরা যেকোনো প্রকারের অসততার প্রতি একটি পবিত্র অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবো। আমরা লোকেদের প্রতি অসহিষ্ণুতা দেখাই না, বরং তাদের মিথ্যা

ও অসাধুতার অভ্যাসের প্রতি দেখাই। আমাদেরকে মিথ্যাকে ঘৃণা করতে হবে। বাইবেল বলে, *"ধার্মিক মিথ্যা কথা ঘৃণা করে"* (হিতোপদেশ 13:5a)। মিথ্যা কথার প্রতি আমাদের মানসিকতাকে পরিবর্তন করতে হবে। আসুন, আমরা আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ অন্বেষণ করি। আসুন, কষ্টের মুখেও আমরা যেন সত্য কথা বলার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই।

অসততার সাথে অংশীদার হতে অস্বীকার করুন

গীতসংহিতা 101:7
প্রতারণাকারী আমার গৃহমধ্যে বাস করিবে না; মিথ্যাবাদী আমার চক্ষুর্গোচরে স্থির থাকিবে না।

অন্য মানুষদের অসাধুতাতে অংশীদার হবেন না। বাস্তবে আমরা বিভিন্ন প্রকারের মানুষদের সাথে অংশীদারিত্ব-এ কাজ করে থাকি—সেটা আমাদের কর্মক্ষেত্রে হোক বা অন্য কোন স্থানে। অনেকসময়ে, যখন আমরা অন্যান্য লোকেদেরকে মিথ্যা কথা বলতে দেখি, তখন আমরা সেটার বিরুদ্ধে কথা না বলে অথবা সেটার সাথে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করার পরিবর্তে তাদের সাথে অংশীদারিত্ব করে থাকি। আমরা মনে করি যে এটা সেই ব্যক্তির মিথ্যা কথা এবং আমরা তো তা আর বলিনি, তাই আমরা নির্দোষ। কিন্তু বাস্তব মিথ্যায় তাদের সহযোগিতা করার দ্বারা আমরাও তাদের মিথ্যাতে অংশগ্রহণ করে থাকি।

একটা যুবকের কথা আমার মনে পড়ে যে আমাদের মণ্ডলীর শুরুর বছরটিতে, প্রত্যেকটি আরাধনা সভা, প্রার্থনা সভা ও অনুষ্ঠানগুলিতে এক বছরের জন্য অংশগ্রহণ করেছিল। যদিও আমি তাঁকে কিছু বলিনি, তবুও আমি তাঁকে দেখে খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম। এক রবিবার সকালে, আমি "অঙ্গীকারের শক্তি" বিষয়টির উপর প্রচার করেছিলাম এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যেও সততার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার বিষয়েও বলেছিলাম। আরাধনা সভার শেষের দিকে, এই ব্যক্তিটি আমার কাছে এসে বলল যে সে বিদেশে একটি বাইবেল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেছে, এবং ভিসা পাওয়ার জন্য সে আমাকে একটি চিঠি লিখে দিতে বলল যেখানে উল্লেখ করা থাকবে যে সে বিগত এক বছর ধরে অল পিপালস্ চার্চ-এর সাথে কাজ করছে। সে আমাকে এটাও লিখতে বলেছিল যে মণ্ডলী তাকে সেই বাইবেল কলেজে পাঠাচ্ছে এবং কলেজ শেষ করে আসার পর সে এই মণ্ডলীর সাথেই কাজ করবে। যাইহোক, এই যুবকটি যা কিছু তার চিঠিতে লেখা থাক চেয়েছিল, সেইগুলির একটাও সত্য ছিল

না। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম! আমি তাকে অন্য একদিন আমার সাথে দেখা করতে বললাম। যখন আমরা দেখা করলাম, আমি তাকে দেখালাম যে এরকম ধরণের অনুরোধ করাটাও ভুল। আমি তাকে বললাম যে একটাই চিঠি যা আমি তাকে দিতে পারি সেটা হল যে সে এই সময়কালে নিয়মিত আরাধনা সভা ও অন্যান্য সভাগুলিতে অংশগ্রহণ করেছে, এবং আমি তাকে সেই চিঠিটা তার হাতে ধরিয়ে দিলাম।

এটাই আমি বলতে চাইছি। আমরা হয়তো নিয়মিত মণ্ডলীর আরাধনা সভায় উপস্থিত থাকতে পারি, অনেক প্রচার শুনতে পারি কিন্তু তবুও মিথ্যা ও অসাধুতার অভ্যাসগুলি অব্যাহত রাখতে পারি। যখন আমরা এই প্রকারের লোকেদের সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন ভাবি যে তারা কোন মণ্ডলীতে যায় এবং তাদেরকে সততার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে শেখানো হয়েছে কিনা। অসততা ও অধার্মিকতার পথে চলা অনেক খ্রীষ্টিয় ভাই ও বোনেদের কথা আমি স্মরণ করতে পারি।

কিন্তু এই সমস্ত কিছুর এখন পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। আমাদেরকে অসততাকে সহ্য করার অবস্থান থেকে সরে অসাধুতার সকল ধরণগুলিকে ঘৃণা করার অবস্থানে আসতে হবে।

শুচিকরণের জন্য প্রার্থনা

আসুন, আমরা শুচিকরণের জন্য প্রার্থনা করি। গীতরচক এই ভাবে প্রার্থনা করেছিলেন—*"হে সদাপ্রভু, আমার মুখে প্রহরী নিযুক্ত কর, আমার ওষ্ঠাধরের কবাট রক্ষা কর"* (গীতসংহিতা 141:3) এবং *"আমা হইতে মিথ্যার পথ দূর কর, কৃপা করিয়া তোমার ব্যবস্থা আমাকে দেও"* (গীতসংহিতা 119:29)।

আসুন, আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে সততা, অখণ্ডতা ও ধার্মিকতার একটি অবস্থানে পৌঁছাই। আমরা জানি যে আমরা উদ্ধার পেয়েছি। আমরা জানি যে ঈশ্বর হলেন করুণা, প্রেম ও দয়ার ঈশ্বর। কিন্তু, আমরা যেন তাঁর এই স্বভাবগুলিকে তুচ্ছ মনে না করি। আসুন, আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহকে যেন অবজ্ঞা না করি। এই ক্ষেত্রে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের একটি স্পর্শের প্রয়োজন, কারণ আমরা সকলেই কোন না কোন মাত্রায় অসৎ হয়েছি।

প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, আমার মধ্যে থেকে মিথ্যার পথগুলিকে দূর করো। আমার মধ্যে থেকে অসাধুতা ও সততার অভাবকে সরিয়ে দাও। অসততার প্রতি আমার সহিষ্ণুতাকে সরিয়ে দাও এবং অসাধুতাকে ঘৃণা করতে আমাকে সাহায্য করো। আমার জীবনে একটি "অস্ত্রপ্রচার" করো প্রভু! তোমার আত্মার তলোয়ার দিয়ে গভীরে প্রবেশ করো এবং মূল থেকে সেই বিষয়গুলিকে নির্মূল করো। অনেক কাল ধরে আমি আমার জীবনে অসততাকে সহ্য করে এসেছি, কিন্তু এখন আমি তোমার কাছে এসেছি এবং এর প্রতিকারের জন্য যাচঞ্ঞা করছি। তুমি গোঁড়ায় কুড়াল দিয়ে কাটো ও মূল থেকে উপড়ে দাও। মিথ্যা, অসততা ও অধার্মিকতাকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দাও। আমি এমন একজন ব্যক্তি হতে চাই যে তোমার উপস্থিতিতে সততার সাথে চলাফেরা করবে ও ন্যায়বিচারের জন্য, করুনা ও আশীর্বাদের জন্য তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করবে। আমি এমন এক ব্যক্তি হতে চাই যে সততার সাথে কাজকর্ম করবে ও তোমাকে সন্তুষ্ট করবে। লোকেদেরকে সন্তুষ্ট করা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আমি তোমাকে খুশি করতে চাই প্রভু, আমি তোমাকে সেই সন্তুষ্টি দিতে চাই। আমি চাই তুমি আমার প্রতি খুশি ও আনন্দিত থাকো। প্রভু, শুধুমাত্র পবিত্র আত্মার শুচিকরণের কাজ ও ক্ষমতায় আমার প্রাণের গভীরে প্রবেশ করতে পারে এবং এই ক্রুটিকে মূল থেকে উপড়াতে পারে। আমি নিজেকে তোমার সিংহাসনের কাছে আনি; তুমি আমার মধ্যে তোমার পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা কাজ করো। যীশুর নামে আমি এই প্রার্থনা করি, আমেন।

আপনি কি সেই ঈশ্বরকে জানেন যিনি আপনাকে প্রেম করেন?

প্রায় 2000 বছর আগে, ঈশ্বর মানব রূপ ধারণ করে এই জগতে এসেছিলেন। তাঁর নাম হল যীশু। তিনি একটা নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছিলেন। যেহেতু যীশু মানব রূপে ঈশ্বর ছিলেন, তিনি যা কিছু বলেছেন ও করেছেন, তার দ্বারা ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কথা। তিনি যে কাজগুলি সাধন করেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কাজ। এই পৃথিবীতে যীশু অনেক আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন। তিনি অসুস্থদের ও পীড়িতদের সুস্থ করেছিলেন। তিনি অন্ধ মানুষদের দৃষ্টিদান করেছিলেন, বধিরদের শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, খঞ্জদের চলতে সাহায্য করেছিলেন এবং প্রত্যেক ধরণের অসুস্থতা ও ব্যাধি সুস্থ করেছিলেন। আশ্চর্য ভাবে কয়েকটি রুটিকে প্রচুর সংখ্যক রুটিতে পরিণত করে ক্ষুধার্তদের খাইয়েছিলেন, ঝড় থামিয়েছিলেন এবং অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

এই সকল কিছু আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর উত্তম, যিনি চান যে লোকেরা যেন সুস্থ হয়, সম্পূর্ণ হয়, স্বাস্থ্যকর হয় এবং খুশী থাকে। ঈশ্বর তার লোকেদের প্রয়োজন মেটাতে চান।

তাহলে কেনই বা ঈশ্বর মানব রূপ ধারণ করে আমাদের এই পৃথিবীতে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন? যীশু কেন এসেছিলেন?

আমরা সকলে পাপ করেছি এবং সেই সকল কাজ করেছি যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণীয়। পাপের পরিণাম আছে। পাপ হল ঈশ্বর এবং আমাদের মাঝে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পাপ আমাদের ঈশ্বর থেকে পৃথক করে রেখেছে। এটা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও তাঁর সাথে এক অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে বাঁধা দেয়। সুতরাং, আমাদের অনেকেই এই শূন্য স্থানটি অন্যান্য বিষয় দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করি।

পাপের আরও একটা পরিণাম হল ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের আদালতে, পাপের বেতন মৃত্যু। মৃত্যু হল নরকে প্রবেশ করার ফলস্বরূপ ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালীন পৃথকীকরণ।

কিন্তু, আমাদের জন্য একটা সুসংবাদ আছে যে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং ঈশ্বরের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। বাইবেল বলে, ***"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন"* (রোমীয় 6:23)**। যীশু তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর পাপের মূল্য পরিশোধ করলেন। তারপর, তিন দিন পর তিনি মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠলেন, তিনি নিজেকে জীবিত অবস্থায় অনেক মানুষের কাছে দেখা দিলেন এবং তারপর তিনি স্বর্গে চলে গেলেন।

ঈশ্বর প্রেমের ও দয়ার ঈশ্বর। তিনি চান না যে একটা মানুষও নরকে শাস্তি পাক। আর সেই কারণে, তিনি এসেছিলেন, যাতে তিনি সমুদয় মানবজাতির জন্য পাপ ও পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা পথ প্রদান করতে পারেন। তিনি পাপীদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন—আপনার এবং আমার মতো মানুষদের পাপ থেকে ও অনন্তকালীন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন।

পাপের এই ক্ষমাকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে গেলে, বাইবেল আমাদের বলে যে আমাদের একটা কাজ করতে হবে—প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর যা করেছিলেন তা স্বীকার করতে হবে এবং তাঁকেই সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে।

***"... যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়"* (প্রেরিত 10:43)।**

***"কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে"* (রোমীয় 10:9)।**

আপনি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনিও আপনার পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারেন ও শুচিকৃত হতে পারেন।

নিম্নলিখিত একটা সহজ প্রার্থনা রয়েছে যা আপনাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস তথা তিনি ক্রুশের উপর যা করেছেন, তা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি যীশুর বিষয়ে আপনার অঙ্গীকারকে ব্যক্ত করতে ও পাপের ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি একটা নির্দেশরেখা মাত্র। এই প্রার্থনাটি আপনি আপনার নিজের ভাষাতেও করতে পারেন।

প্রিয় প্রভু যীশু, আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশের উপর কী সাধন করেছো। তুমি আমার জন্য মারা গেছ, তুমি তোমার বহুমূল্য রক্ত সেচন করেছ এবং আমার পাপের মূল্য দিয়েছ, যাতে আমি ক্ষমা লাভ করতে পারি। বাইবেল আমাকে বলে যে কেউ তোমার উপর বিশ্বাস করবে, সে তার পাপের ক্ষমা লাভ করবে।

আজ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করার এবং তুমি আমার জন্য যা করেছো, তা গ্রহণ করার একটা সিদ্ধান্ত নিই, এবং বিশ্বাস করি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশে মারা গিয়েছ এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছ। আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার উত্তম কাজ দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে পারব না, না অন্য কোন মানুষও আমাকে উদ্ধার করতে পারবে। আমি আমার পাপের ক্ষমা অর্জন করতে পারি না।

আজ, আমি আমার হৃদয়ে বিশ্বাস করি এবং আমার মুখে স্বীকার করি যে তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছ, তুমি আমার পাপের মূল্য দিয়েছ, তুমি মৃতদের মধ্যে থেকে উত্থিত হয়েছ, এবং তোমার উপর বিশ্বাস করার মধ্যে দিয়ে, আমি আমার পাপের ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করি।

যীশু তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে সাহায্য কর যেন আমি তোমাকে প্রেম করতে পারি, তোমাকে আরও জানতে পারি এবং তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি। আমেন।

অল পিপালস্ চার্চের সম্বন্ধে কিছু কথা

অল পিপালস্ চার্চ (APC) তে, আমাদের দর্শন হল বেঙ্গালুরু শহরে একটা লবণ ও জ্যোতির মতো হওয়া এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে একটা রব হওয়া।

অল পিপালস্ চার্চ হল **যীশুকে প্রেম করা, ঈশ্বরের বাক্য কেন্দ্রিক, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ,** পরিবার মণ্ডলী, একটি প্রস্তুতির কেন্দ্র, এক মিশন ভিত্তিক ও বিশ্বব্যাপী প্রসারিত মণ্ডলী।

- একটি **পরিবার মণ্ডলী** হিসেবে, আমরা খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক সহভাগীতায় একটি সম্প্রদায় হিসেবে বেড়ে উঠি, ঈশ্বরের দেহ হিসেবে পরস্পরের যত্ন নিয়ে থাকি ও প্রেম করি।
- একটি **প্রস্তুতি কেন্দ্র** হিসেবে, আমরা প্রত্যেক বিশ্বাসীকে শক্তিযুক্ত করি ও প্রস্তুত করি একটি বিজয়ী জীবনযাপন করার জন্য, খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি অনুযায়ী পরিপক্ক হওয়ার জন্য এবং তাদের জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য।
- এক **মিশন ভিত্তিক** হিসেবে, এই শহরটিকে, আমাদের দেশকে আশীর্বাদ করার জন্য ও ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে অন্যান্য দেশে যীশু খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ সুসমাচার নিয়ে যাওয়ার জন্য ও পবিত্র আত্মার শক্তির অলৌকিক প্রদর্শন করার জন্য অর্থপূর্ণ পরিচর্যাতে নিজেদের নিযুক্ত করি।
- এক **বিশ্বব্যাপী প্রসারিত মণ্ডলী** হিসেবে, আমরা স্থানীয়ভাবে ও বিশ্বব্যাপীভাবে ঈশ্বরভক্ত নেতৃবৃন্দ ও আত্মায় পূর্ণ মণ্ডলীগুলিকে লালন-পালন করার দ্বারা সেবা করে থাকি, যারা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য তাদের অঞ্চলগুলিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

অল পিপালস্ চার্চে, ঈশ্বরের আত্মার অভিষেক ও প্রদর্শনে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ও আপসহীন বাক্যকে উপস্থাপন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা বিশ্বাস করি যে ভালো সঙ্গীত, সৃজনশীল উপস্থাপনা, অসাধারণ অ্যাপলজেটিক্স, সমকালীন পরিচর্যার পদ্ধতি, আধুনিক প্রযুক্তি, ইত্যাদি কখনই ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার শক্তিতে, চিহ্নকাজ, আশ্চর্যকাজ, পবিত্র আত্মার বরদান সহকারে, ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার ঈশ্বর দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতির বিকল্প হতে পারে না (1 করিন্থীয় 2:4,5; ইব্রীয় 2:3,4)। আমাদের মূল বিষয় হলেন যীশু, আমাদের বিষয়বস্তু হল ঈশ্বরের বাক্য, আমাদের পদ্ধতি হল পবিত্র আত্মার শক্তি, আমাদের আবেগ হল মানুষ, এবং আমাদের লক্ষ্য হল খ্রীষ্টের মত পরিপক্কতা।

বেঙ্গালুরুতে আমাদের প্রধান কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অল পিপালস্ চার্চ -এর অনেক মণ্ডলী রয়েছে। অল পিপালস্ চার্চ -এর মণ্ডলীর তালিকা এবং যোগাযোগ নম্বর পেতে গেলে, আমাদের ওয়েবসাইটে **apcwo.org/locations** দেখুন, অথবা **contact@apcwo.org** এ ই-মেইল পাঠান।

বিনামূল্যে যে পুস্তকগুলি উপলব্ধ আছে

A Church in Revival
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change
Code of Honor
Divine Favor
Divine Order in the Citywide Church
Don't Compromise Your Calling
Don't Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God's Purpose for Your Life
Giving Birth to the Purposes of God
God Is a Good God
God's Word—The Miracle Seed
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance
Offenses—Don't Take Them
Open Heavens
Our Redemption
Receiving God's Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
The Conquest of the Mind
The Father's Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner's Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power
The Wonderful Benefits of Praying in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work—Its Original Design

নিয়মিত নতুন পুস্তক প্রকাশিত হয়ে থাকে। উপরের পুস্তকগুলির PDF সংস্করণ, অডিও, এবং অন্যান্য মাধ্যমে বিনামূল্যে চার্চের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন: **apcwo.org/books** এই পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য ভাষাতেও উপলব্ধ রয়েছে। এ ছাড়াও, বিনামূল্যে অডিও ও ভিডিও-তে প্রচার শোনার জন্য, প্রচারের টীকা, এবং আরও অন্যান্য নিশুল্ক উপাদান লাভ করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: **apcwo.org/sermons**

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং ব্যক্তিগত পরামর্শ প্রদান করে থাকে মানুষকে জীবনের প্রতিকূলতাগুলিকে সম্মুখীন ও অতিক্রম করতে সাহায্য করার জন্য। ক্রিসালিস কাউন্সেলিং হল পেশাগত ভাবে প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ খ্রীষ্টিয় পরামর্শদাতাদের একটি দল।

আমাদের এই পরিষেবা সকল বয়সের মানুষদের জন্য উপলব্ধ রয়েছে এবং জীবনের বিভিন্ন প্রকারের প্রতিকূলতার সাথে মোকাবিলা করে থাকে।

কৈশোর
ব্যক্তিগত মীমাংসা
সম্পর্ক সম্বন্ধীয় সমস্যা
পড়াশোনায় বিফলতা
কর্মক্ষেত্রে সমস্যা
পরিবার/দম্পতি: প্রাক-বিবাহ, বিবাহ
পিতা-মাতা/সন্তান/ভাই-বোন/সমকক্ষ
আচরণগত ব্যাধি
পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার
মনস্তাত্ত্বিক/আবেগজনিত সমস্যা
মানসিক চাপ/মানসিক আঘাত
মদ/মাদক আসক্তি
আধ্যাত্মিক সমস্যা
লাইফ কোচিং

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং -এর পরিষেবা ফি সাশ্রয়ী ও সহজে উপলব্ধ।

আমাদের কোন একজন প্রশিক্ষিত পরামর্শদাতার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট -এর সময় স্থির করার জন্য:

ওয়েবসাইট: chrysalislife.org
ফোন: +91-80-25452617 অথবা টোল ফ্রি (শুধুমাত্র ভারতে) **1-800-300-00998**
ই-মেইল: counselor@chrysalislife.org

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং **অল পিপালস্ চার্চ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড আউটরিচ**-এর একটি পরিচর্যা।

অল পিপালস্ চার্চের সাথে অংশীদারিত্ব করুন

অল পিপালস্ চার্চ একটি স্থানীয় মণ্ডলী হিসেবে নিজ সীমার ঊর্ধ্বে গিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পরিচর্যা করে থাকে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে, যেখানে আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কেন্দ্র করি (ক) নেতাদের শক্তিযুক্ত করা, (খ) পরিচর্যার জন্য যুবক-যুবতীদের তৈরি করা এবং (গ) খ্রীষ্টের দেহকে গেঁথে তোলা। যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেমিনার, এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য অধিবেশন সমস্ত বছর জুড়ে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, বিশ্বাসীদের বাক্যে ও আত্মায় তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরাজিতে ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কয়েক হাজার পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

আমরা আপনাকে এককালীন দান প্রদান অথবা মাসিকভাবে আর্থিক দান পাঠানোর দ্বারা আর্থিকভাবে অংশীদারিত্ব করার জন্য আহ্বান জানাই। আমাদের দেশব্যাপী এই কাজের জন্য সাহায্যার্থে আপনার পাঠানো যে কোন পরিমাণ অর্থ বিশেষভাবে সমাদৃত হবে।

আপনারা আপনাদের দান চেক/ব্যাংক ড্রাফটের দ্বারা “All Peoples Church” এই নামে আমাদের কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। নতুবা, আপনি সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে দান করতে পারেন। আমাদের ব্যাংক একাউন্ট নিচে দেওয়া হল:

একাউন্টের নাম: All Peoples Church
একাউন্ট নম্বর: 50200068829058
IFSC কোড: HDFC0004367
ব্যাংকের নাম: HDFC Bank, 7M/308 80Ft Rd, HRBR Layout, Kalyan Nagar, Bengaluru, 560043, Karnataka, India

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখবেন: *অল পিপালস্ চার্চ শুধুমাত্র কোনো ভারতীয় ব্যাংক থেকেই অর্থ গ্রহণ করতে পারে। যখন আপনি দান করছেন, যদি চান, তাহলে আপনি উল্লেখ করতে পারেন যে আমাদের পরিচর্যার কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য আপনি দান করছেন। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন:* **apcwo.org/give**

এ ছাড়াও, আমাদের জন্য ও আমাদের পরিচর্যার জন্য যখনই সম্ভব, প্রার্থনায় স্মরণে রাখবেন।

ধন্যবাদ ও ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন!

DOWNLOAD THE FREE APP!

Search for

"All Peoples Church Bangalore"
in the App or Google play stores.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

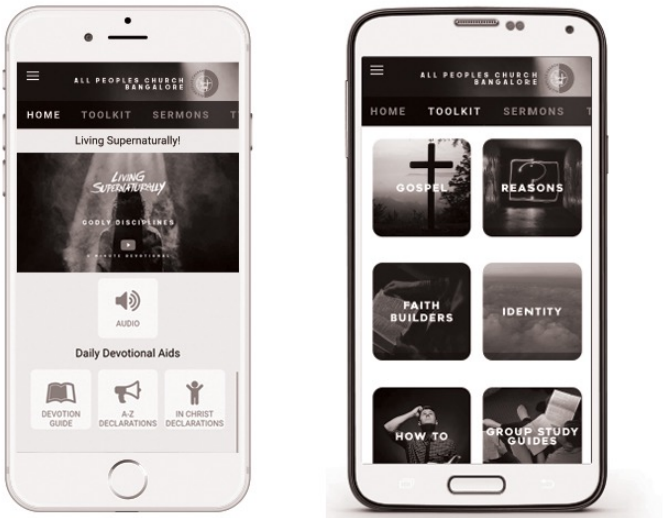

A daily 5-minute video devotional.
A daily Bible reading and prayer guide.
5-minute Sermon summary.
Toolkit with Scriptures on various topics to build faith and information to share the Gospel.
Resources with sermons, sermon notes, TV programs, books, music and more

IF YOU LOVE IT, TELL OTHERS ABOUT IT!

অল পিপালস্ চার্চ বাইবেল কলেজ

apcbiblecollege.org

অল পিপালস্ চার্চ বাইবেল কলেজ এবং পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (APC-BC), যা বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত, আত্মায় পরিপূর্ণ, অভিষিক্ত এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে অলৌকিক ভাবে পরিচর্যা করার ক্ষমতা প্রদান করার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়, এবং তার সাথে নিরাময় ঈশ্বরের বাক্য শেখানো হয়। আমরা পরিচর্যার জন্য একটা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে গঠন করাতে বিশ্বাস করি, যেখানে আমরা একটি ঐশ্বরিক চরিত্রে, ঈশ্বরের বাক্যে গভীরে প্রবেশ করা, এবং আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন কাজ দ্বারা পরিচর্যা করায় জোর দিই, যা প্রভুর সাথে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক থেকে উত্থাপিত হয়।

অল পিপালস্ চার্চ বাইবেল কলেজে, নিরাময় বাক্য শেখানোর সাথে সাথে আমরা ঈশ্বরের প্রেমকে আমাদের কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত করার উপর, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও উপস্থিতি এবং ঈশ্বরের কাজের অলৌকিক কাজের উপর গুরুত্ব দিই। অনেক যুবক যুবতীরা প্রশিক্ষিত হয়ে ঈশ্বরের আহ্বান পূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত তিনটি কার্যক্রম আমরা প্রদান করি:

- এক বছরের সার্টিফিকেট ইন থিওলজি অ্যান্ড খ্রিস্টিয়ান মিনিস্ট্রি (C.Th.)
- দুই বছরের ডিপ্লোমা ইন থিওলজি অ্যান্ড খ্রিস্টিয়ান মিনিস্ট্রি (Dip.Th.)
- তিন বছরের ব্যাচেলর ইন থিওলজি অ্যান্ড খ্রিস্টিয়ান মিনিস্ট্রি (B.Th.)

সপ্তাহের পাঁচ দিন ক্লাস নেওয়া হয়, **সোমবার থেকে শুক্রুবার, সকাল 9 টা থেকে দুপুর 12 টা (UTC +5:30) পর্যন্ত**। শিক্ষা গ্রহণ করার তিনটি বিকল্প আমরা প্রদান করে থাকি।

- **চার্চ ক্যাম্পাসে:** ক্যাম্পাসের মধ্যে শারীরিক ভাবে মিলিত হয়ে ক্লাস করা।
- **অনলাইন:** অনলাইনে লাইভ লেকচারগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
- **ই-লার্নিং:** অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে নিজের সুবিধামত গতিতে শিক্ষা গ্রহণ করা। **apcbiblecollege.org/elearn**

অনলাইনে আবেদন করার জন্য, এবং কলেজ, পাঠ্যক্রম, অংশগ্রহণ করার জন্য যোগ্যতা, খরচ সম্বন্ধে আরও তথ্য জানার জন্য এবং আবেদন ফর্ম ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে **apcbiblecollege.org** ওয়েবসাইট দেখুন।

বর্তমান জগতে প্রায় প্রত্যেকটা স্থানে, অসততা, দুর্নীতি এবং ঘুষ একটা সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছে। জগত এই ভাবেই চলতে থাকে কারণ এইভাবেই তাদেরকে শেখানো হয়েছে; এর চেয়ে ভালো কিছু তারা জানে না। কিন্তু এটা আরো দুঃখজনক যখন আমরা আমাদের মধ্যে, অর্থাৎ ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে, অধার্মিকতা এবং সততার অভাব লক্ষ্য করি, কারণ আমাদের আরো ভালোভাবে কাজ করার উপায় সম্পর্কে জানা উচিত।

আমাদের জানা উচিত যে কিভাবে সততা, পবিত্রতা ও ধার্মিকতায় চলা উচিত কারণ এই সমস্ত বিষয় আমরা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে পড়ি। এটা আরো খারাপ একটি বিষয় যখন পালক, প্রচারক, শিক্ষক এবং ঈশ্বরের বাক্যের পরিচর্যা কারীদের মধ্যে সততার অভাব এবং অধার্মিকতা লক্ষ্য করি। আমাদের প্রত্যেককে এমন একটি স্থানে আসতে হবে, যেখানে আমরা যা কিছু করি না কেন সেখানে সততা, পবিত্রতা এবং ধার্মিকতার প্রতি সম্পূর্ণভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকি। এই প্রস্তাবটি এই গুণগুলিকে আমাদের মধ্যে উদ্দীপিত করে তুলবে।

All Peoples Church & World Outreach
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: contact@apcwo.org
Website: apcwo.org